গাংনীতে পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে সংঘর্ষে নারীসহ আহত-৫

মেহেরপুরের গাংনীতে পৈত্রিক জমি নিয়ে সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ ৫ জন আহত হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, ইউনুস আলী (৭০) ও তার স্ত্রী জয়নব আরা (৬০), ছেলে হাসানুজ্জামান (৩১)। অপরপক্ষের আহতরা হলেন, মহসিন আলী (৮০), তার স্ত্রী হানুফা (৬৫), ছেলে রিপন হোসেন (৩০)।

আহত ইউনুস আলী জানান, আমার জমি জোর করে তারা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছিল আমার বড় ভাই মহসিন আলী। তাকে নিষেধ করাই সে আমার উপর হামলা চালায়। এতে আমার স্ত্রী ও ছেলেসহ আমি মারাত্বক আহত হয়েছি।

এদিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে এসে আরেক দফা হামলা করে মহসিন আলীর লোকজন। এদিকে ইউনুস আলীর অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার চিকিৎসক এম কে রেজা।

এঘটনায় উভয় পক্ষই মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

দর্শনায় ইয়াবাসহ গ্রেফতার-১

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০২পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ জোহরা বেগম জহুরাকে (৫০) গ্রেফতার করেছে।গ্রেফতারকৃত জোহরা বেগম দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া উত্তর পাড়ার হাসমত আলীর স্ত্রী।

জানা যায়, আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা আকন্দবাড়িয়ায় ।

এ সময় দর্শনা থানার চৌকস এস আই মাসুদুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে ইয়াবা ট্যাবলেটসহ বেচাকেনার সময় হাতেনাতে জহুরা বেগমকে গ্রেফতার করে। পরে তার শরীর তল্লাশি করে ১০২ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করেছে। গতকালই জহুরা বেগমকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

বাগেরহাটে দেশীয় অস্ত্রসহ ঝিনাইদহের ১১ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার

বাগেরহাট জেলার পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে জেলা গোয়েন্দা শাখা ও আইসিটি শাখার যৌথ অভিযানে ঝিনাইদহ জেলার ১১অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ৪টি বিদেশী পিস্তল, ৪টি ম্যাগজিন, ১০রাউন্ড গুলি ও দেশীয় অস্ত্র ও মাইক্রোবাসসহ ১১ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাগেরহাট জেলার পুলিশ সুপার তৌহিদুল আরিফের নেতৃত্বে বাগেরহাট জেলা গোয়েন্দা শাখা, সাইবার ক্রাইম টিম, মোল্লারহাট থানা পুুলিশ ও জেলা বিশেষ শাখা মোল্লারহাট জোনের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

জানা যায়, গত ২৬ জুন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মোল্লাহাট থানাধীন ঢাকা টু খুলনা মহাসড়কের মোল্লাহাট টোল প্লাজার সামনের পাকা রাস্তার উপর ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানা হইতে আসা একটি হায়েস মাইক্রোবাস থামিয়ে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে মাইক্রোবাসে আগত ব্যক্তিদের তল্লাশী করে ০৪টি বিদেশী পিস্তল, ০৪টি ম্যাগাজিন, ১০ রাউন্ড গুলি, ০১টি সেভেন গিয়ার চাকু, একটি ক্ষুর ও ০১টি দা উদ্ধারপূর্বক মাইক্রোবাসে থাকা ১১ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকে

আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার যাদবপুর ইউনিয়নের ৬ জন তারা হলেন কসাইডাঙ্গা গ্রামের মৃত কদম আলীর ছেলে কাউসার আলী
(৪৩) আব্দুল মুমিনের ছেলে আতাউর রহমান (৩০) ধান হড়িয়া গ্রামের সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে আবুল হোসেন (৪৩) ও মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে ইমদাদুল হক (৩১) এবং নুরুল আলমের ছেলে মাসুম পারভেজ (২২), গয়েশপুর গ্রামের গিয়াস উদ্দিনের ছেলে জনি মিয়া (২৭)।

৪ জনের বাড়ি হরিণাকুন্ডু উপজেলায় তারা হলো বাসুদেবপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে মোঃ মেহেদী হাসান (২৩) সাবেক বিন্নি গ্রামের মৃত ইদ্রিস আলীর ছেলে মোঃ খোকন বিশ্বাস (৪৫) ও আনিসুর রহমান শাহের ছেলে সেলিম শাহ (৩৪) সাড়াবাড়িয়া গ্রমের আবুল বাশার মন্ডল এর ছেলে খোকন মন্ডল (৩৫) ও ১জন হল ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পৌরসভাধীন হামদহের অধীর চন্দ্র দাসের ছেলে প্রশ্ন প্রসেনজিৎ চন্দ্র দাস।

আসামীরা বড় কোনো অপরাধ সংঘটনের পরিকল্পনা নিয়ে বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র সহ মাইক্রোবাসযোগে ঝিনাইদহ থেকে বাগেরহাটের উদ্দেশ্যে আসছিল মর্মে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। গেপ্তারকৃত অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

চুয়াডাঙ্গায় ধর্ষণ মামলায় দুইজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা ও জীবননগর উপজেলার পৃথক দুটি ধর্ষণ মামলায় নাজমুল হক ও আব্দুল খালেক নামের দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একইসাথে তাদের এক লাখ টাকা করে জরিমানার আদেশ দেয়া হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম এ

রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডিতরা হলেন– জীবননগর উপজেলার মিনাজপুর বানপুর গ্রামের আব্দুল খালেক (৫৫) এবং আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদী গ্রামের নাজমুল হক (৩৩)।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ৮ জুন মিনাজপুর বানপুর গ্রামের ৬ বছর বয়সী এক শিশু মেয়েকে ধর্ষণ করেন আব্দুল খালেক। ওই ঘটনায় শিশুর বাবা বাদী হয়ে ৯ জুন জীবননগর থানায় ধর্ষণের মামলা দায়ের করেন। জীবননগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আকরাম হোসেন তদন্ত শেষে ওই বছর ৩০ জুলাই আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলার স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামি আব্দুল খালেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ডাদেশ দেয়া হয়।

অপরদিকে, ২০২১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর আলমডাঙ্গার বাড়াদী গ্রামের মীরপাড়ার এক বাড়িতে ঢুকে এক কিশোরীকে ধর্ষণ করেন আসামি নাজমুল হক। এতে কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে কিশোরীর বাবা বাদী হয়ে ওই বছরের ১৯ ডিসেম্বর আলমডাঙ্গা থানায় ধর্ষণের মামলা করেন। পরে ২০২২ সালের ২৬ অক্টোবর আলমডাঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খসরু আলম তদন্ত শেষে আসামি নাজমুলের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলার স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামি নাজমুল হককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ডাদেশ দেয়া হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) শাহজাহান মুকুল জানান, পৃথক দুটি রায়ে ভুক্তভোগীর পরিবার সন্তুষ্ট। ধর্ষণের ঘটনায় দুটি রায়ে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সমাজের অপরাধ প্রবণতা এই রায়ের পর কমবে বলে রাষ্ট্রপক্ষ মনে করে।

দামুড়হুদায় চাঁদাবাজি মামলায়

আটক-১

দামুড়হুদা উপজেলার বাঘাডাঙ্গা গ্রামে চাঁদাবাজি অভিযোগে সমুয়েল মন্ডল মোংলা নামের একজনকে ধরে পুলিশের নিকট সোপর্দ্য করেছে স্থানীয় জনগণ।

সমুয়েল মন্ডল মোংলা (৫০) কার্পাসডাঙ্গা মিশন পাড়ার মৃত-শান্তনা মন্ডলের ছেলে। আজ সোমবার সকাল ৯ টার দিকে অভিযোগ তুলে দামুড়হিদা মডেল থানার সোপর্দ্য করে স্থানীয়রা।

অভিযোগ সূত্র থেকে জানাযায়, গত ০৫/০১/২০২৪ ইং তারিখে কার্পাসডাঙ্গা মিশন পাড়ার মৃত-শান্তনা মন্ডলের ছেলে সমুয়েল মন্ডল মোংলাসহ আরো অজ্ঞাতনামা ৩/৪ জন মিলে বাঘাডাঙ্গা মিশন পাড়ার অনন্ত মন্ডলের ছেলে স্বপন মন্ডলকে কার্পাসডাঙ্গা হাইস্কুলের পিছনে ডেকে নিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আমার নিকট ১ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে। এক পর্যায়ে তার বাড়ির লোকজন আাসিয়া তাদেরকে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে সে মুক্ত হয়।

পরবর্তীতে ২৩/০৬/২০২৫ ইং তারিখে সকাল অনুমান সাড়ে ৭ টার দিকে বাঘাডাঙ্গা গ্রামে স্বপন মন্ডল বসত বাড়িতে অবস্থান করাকালীন সময়ে কার্পাসডাঙ্গা মিশন পাড়ার সমুয়েল মন্ডল মোংলা এসে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে ও তার এনআইডি কার্ড দিতে বলে। সে টাকা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজসহ মারমুখী আচরন করিয়া সজোরে তার মুখে থাপ্পড় দিয়ে আহত করে।

ঐ সময় তারা উচ্চস্বরে বলিতে থাকে টাকা না দিলে তোকে এখানেই খুন করিয়া ফেলিবো বলিয়া আরো মারধর করিবার উদ্দেশ্যে পায়তারা করিতে থাকে। পরের স্থানীয়রা এসে তাকে আটক করে পুলিশের নিকট সোপর্দ্য করে। এই মর্মের স্বপন বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির বলেন, চাঁদাবাজির অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

ঝিনাইদহে ভ্যান চালক হত্যা মামলায় ১৯ বছর পর ৪ জনের যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহে চাঞ্চল্যকর রবিউল ইসলাম ওরফে রবে হত্যা মামলায় ৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

সোমবার (২৩ জুন) বিকালে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত-২ এর বিচারক উৎপল কুমার ভট্টাচার্য্য এই রায় ঘোষণা করেন। বাকী ১১ আসামিকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়েছে।

নিহত রবিউল ইসলাম রবে সদর উপজেলার বিষয়খালী গ্রামের মৃত ইনছার আলী শেখের ছেলে এবং পেশায় ভ্যানচালক ছিলেন।

যাবজ্জীবন প্রাপ্তরা হলেন, বিষয়খালী গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে মাজেদুল ইসলাম ওরফে মাজু, আশরাফের ছেলে রসুল, মৃত আফজাল হোসেনের ছেলে আজিজুল এবং মৃত শামসুদ্দিনের ছেলে গোলাম রসুল। তবে বেকসুর খালাস পেয়েছেন মামলার এজাহারভুক্ত আসামি সদর উপজেলার ৭নং মহারাজপুর ইউপির বর্তমান চেয়ারম্যান খুরশীদ আলম মিয়া। রায় ঘোষণার সময় সব আসামি এজলাসে উপস্থিত ছিলেন।

হত্যার ঘটনায় ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে সদর থানায় মামলা করেন নিহতের ভাই আনোয়ার হোসেন। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে ২০২৪ সালে আগস্ট মাসের ৩ তারিখে এই মামলার রায় ঘোষণার দিন ধার্য্য হলেও সেদিন রায় ঘোষণা করা হয়নি। এভাবে রায় ঘোষণার অন্তত ৪টি নির্ধারিত দিনেও ঘোষণা করা হয়নি। অবশেষে সোমবার বিকালে রায় ঘোষণা করা হয়। মামলার বিবরণে জানাগেছে, নিহত রবিউল ইসলাম ওরফে রবের স্ত্রী আইরিন খাতুনের সাথে আসামি গোলাম রসুলের অনৈতিক সম্পর্কের কথা জানাজানি হলে গ্রাম্য শালিসে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় গোলাম রসুলকে।

গোলাম রসুল ও মামলার অন্যান্য আসামিরা তৎকালীন ইউপি মেম্বার খুরশীদ আলমের পক্ষের লোক ছিল। শালিসের জেরে ২০০৬ সালের ১০ জানুয়ারি রাত আনুমানিক ৮টার দিকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসামি আজিজুল সহ অন্যান্যরা। সেদিন থেকেই সে নিখোঁজ ছিলো। পরে ওই বছরের এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে পার্শ্ববর্তী হুমোদার বিলে খালের

দক্ষিণ পাড় থেকে মাটিতে পুতে রাখা অবস্থায় উদ্ধার করা হয় রবিউল ইসলাম ওরফে রবের মরদেহ। তার ভাই আনোয়ার হোসেন তার মরদেহ শনাক্ত করেন। ওই দিন ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

গাংনীতে ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে দ্রুত বিচার আইনে দায়ের করা মামলার সন্দিগ্ধ আসামি ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল আলীম (৪৫) কে গ্রেফতার করেছে।

আব্দুল আলীম গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের মৃতু হানিফ আলীর ছেলে। সে ধানখোলা ইউনিয়ন যুবলীগের ২ নং ওয়ার্ডের (জুগিন্দা গ্রামের) সভাপতি।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আব্দুল আলীম গাংনী থানায় দ্রুত বিচার আইনে দায়ের করা মামলা নং ১৭, তারিখ ১৪/০৪/২৫ এর সন্দিগ্ধ আসামি।

আজ রবিবার দুপুরে গ্রেফতারকৃত আব্দুল আলীমকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয়রা জানান, বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে এলাকার বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি, হামলা, মামলা করে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল।

সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর মামলা খারিজ, উচ্চ আদালতে করবেন আপিল

মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের একটি মামলা খারিজ করে দিয়েছেন ট্রাইবুনাল আদালত।

বর্তমান সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কয়েকটি ধারা রেখে আইনটি বাতিল করায় আদালত মামলাটি খারিজ করেন। তবে মামলার বাদী উচ্চ আদালতে খারিজের বিরুদ্ধে আপিল করবেন বলে জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার খুলনার বিভাগীয় স্পেশাল সাইবার ট্রাইবুনাল আদালতের বিচারক মমিনুন নেসা শুনানি শেষে মামলাটি খারিজ করে দেওয়ার আদেশ দেন।

২০২৩ সালে মাহবুব চান্দু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮—এর ২৪/২৫(১)(ক)/২৫(১)(খ)/২৫(২)/২৯/৩১/৩৫ ধারায় মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাসিম বিল্লা মতু, সাইফুল বাহার স্বাধীন, মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন, শামীম হাসান সোহাগ, তৌহিদুল ইসলাম লিওন, সৌমিক এবং এস. এম. মেহরাব হোসেনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন।

কিছুদিন আগে বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারা ব্যতিত আইনটি বাতিল করলে আদালত শুনানির পর মামলাটি খারিজ করে দেন।

মামলার বাদী মাহাবুব চান্দু বলেন, কোনো আইন বাতিল বা স্থগিত করা হলে পূর্বের মামলাগুলো চলমান থাকার কথা। কিন্তু বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের একটা অধ্যাদেশে সাইবার নিরাপত্তা আইনের কিছু ধারা বাতিল করেছে। আমার মামলার অভিযোগ ইতোমধ্যে পিবিআই কুষ্টিয়া তদন্ত করে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তা স্বত্বেও মামলাটি কি কারণে বাতিল হলো সেটি জানতেই উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হবো।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রম সক্রিয়করণে সমন্বয় সভা

মেহেরপুরে বাংলাদেশ গ্রাম আদালত কার্যক্রম সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিচারিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুরের স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক মো: তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

প্রকল্পের জেলা ম্যানেজার আছাদুজ্জামান গ্রাম আদালত কার্যক্রম নিয়ে মেহেরপুরের তিন উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদের অগ্রগতির চিত্র তুলে উপস্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বিচারিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য অংশীজনদের ভূমিকার গুরত্ব তুলে ধরেন।

এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আশাদুল ইসলাম, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, পলাশীপাড়া সমাজকল্যান সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশাররফ হোসেন ।
বক্তারা বলেন, গ্রাম আদালত কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কাছে এখনো তথ্য পৌছায়নি। বিভিন্ন সেমিনার, মিটিং, লিফলেট এবং মাইকিংয়ের মাধ্যমে জহনসাধারণের মাছে প্রচারনা চালানোর আহবান জানান।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, প্রতিনিয়ত ছোট ছোট সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে আসেন। অথচ সেগুলো অনায়াসেই গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে গ্রাম আদালত কার্যক্রমকে গতিশীল করতে আপনারা যারা অংশীজন রয়েছেন তাদের বিষয়টিতে মনিটরিং করতে হবে।

ঝিনাইদহে গ্রাম আদালত বিষয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা

গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অতি সহজে বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তির করতে ঝিনাইদহে সমন্বিত পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালার আয়োজন করে বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ ৩য় পর্যায় প্রকল্প।

এতে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ.বি.এম. খালিদ হোসেন সিদ্দিকী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুর রহমানসহ জেলার বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি ও সংবাদ কর্মীরা অংশ নেয়।

কর্মশালায় গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে আরও গতিশীল করতে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের প্রশিক্ষণ, প্রচারমূলক কার্যক্রম জোরদার ও জনগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।